Da'wah Students' Journal
August 2009 (p 42-55)

মানব সভ্যতায় ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তবতা : প্রেক্ষিত নিন্দুকদের সমালোচনা

আতাউর রাহমান নাদভী*

মানব সভ্যতা ও সমাজে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা নুতন কিছু নয়। আল্ কোরআন ও হাদীসে নাববীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সু-স্পষ্ট একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া ইসলামী পন্ডিতরা অত্যন্ত নিরলসভাবে যুগে যুগে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জাতির সামনে তুলে ধরছেন। তবে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণের পরও কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মাঝে মত বিরোধ ছিলো। যুক্তি প্রমাণ নিয়ে তর্ক বিতর্ক তখনও ছিলো এখনও আছে। তবে ঐ সব ছিলো Theorycal আলোচনা ও সমালোচনা। কিন্তু মানব ও মানব সমাজ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের Practical অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বহু আগেই। শত শত বছর ধরে মানব সভ্যতা উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ফলও ভোগ করে আসছে। তার পরও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বর্তমান যুগে কোথাও যদি কেউ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখিয়ে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তাহলে নিন্দুকরা তার উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ে যেন তিনি কোনো মহা পাপ করে ফেলেছেন। তাই তথাকথিত সুশীল(?) সমাজের ব্যানারে সভা সমিতি, সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম করে দেশ ও জাতিকে সতর্ক সংকেত দেয়া তাদের এক মহা কর্তব্য মনে করে। বোকা জাতিকে বুঝাতে চায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে দেশ রসাতলে যাবে শুধু তাই নয়, বরং সর্বত্র মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলেই কেল্লা ফাতেহ মনে করে। ইসলাম এযুগে অচল, বিশ্বায়নের যুগে আবার সেকেলের ইসলাম? বিশ্ব যেখানে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে আমরা সেকেলের ইসলামের দিকে ফিরে যাবো? আমাদের দেশের কাঠমোল্লারা হায় ইসলাম ! হায় ইসলাম বলে জাতিকে পশ্চাদে ফিরে নিয়ে যেতে চায়। ইসলাম একটি স্বেচ্চাচারী ধর্ম। যে ধর্ম অন্যের ধর্ম কর্মকে সহ্য করে না। এখানেই শেষ নয়, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে বলতে থাকে যে, ইসলামে উদারতা নেই। মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতাসহ ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন ও প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কট্টরপন্থা ও গোড়ামী শিক্ষা দেয়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে চায়। ইসলামের আঙ্গিনায় ন্যায় ইনসাফের কোনো বালাই নেই। ইসলাম ও তার অনুসারীরা কোনো নিয়ম নীতি মানতে চায় না। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অমুসলিমদের অধিকার বলতে কিছুই নেই। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করেনা। ইসলাম সব সময় সেকেলের চিন্তা চেতনাকে লালন করতে শেখায়। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোনো শিক্ষা ইসলাম দেয় না। মোদ্দাকথা ইসলাম আধুনিক শিল্পকর্মসহ সভ্যতা ও সাংস্কৃতির চির শত্রু। উল্লেখ্য যে, নিন্দুকরা সরকারের যেমন সহযোগীতা পায় তেমনিভাবে তথ্য প্রযুক্তির সকল সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে। মিডিয়ার সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ যেমন পাচ্ছে তেমনিভাবে তারা মিডিয়ার জগতের লোকদেরও শতভাগ সাপোর্ট পাচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তারা এক প্রকার Paranoia বা বদ্ধমূল ধারণাঘটিত অনারোগ্য রোগে ভোগে। যার অর্থ নিজেরা উন্নত আর অন্যরা অনুন্নত। এটি একটি Delusions of grandeur বা বিশালতার প্রতারণা যা একটি মানসিক রোগ। এই রোগে কেউ আক্রান্ত হলে সে নিজেকে সব সময় বড় মনে করে। তাই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উপরোক্ত সকল অপপ্রচার ও অত্যন্ত নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। আজ কাল ইসলামের বিরোধীতা করা এক প্রকারের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এটিকে তারা দেশ-বিদেশে পরিচিতির সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে। তাই তারা আধাজল খেয়ে ইসলামের বিরোধীতার জন্য মাঠে নেমে পড়েছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অবাস্তব ও সেকেলের চিন্তাধারা ছাড়াও এটি একটি অমূলক দাবী। তাই ক্বোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে নিন্দুকদের উপরোক্ত মিথ্যা প্রপাগান্ডার জাওয়াব দেয়ার জন্যই আমার এই সামান্য প্রয়াস।

---

* সহকারী অধ্যাপক, (CENURC), IIUC.

পৃথিবীর যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে অংকুরেই সে সবের মুলোৎপাটনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ইসলামের স্ফুলিঙ্গকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে হুংকার দেয়া হচ্ছে শুধু তা নয়, রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহারেও ইসলাম বিরোধী শক্তি কখনো পিছপা হচ্ছে না। ইসলামপন্থীদের উপর যুলুম-অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়নের সময় তারা গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ন্যায় নীতি, আদ্‌ল ও ইনসাফের সকল দাবী ও মানবাধিকারের সকল শ্লোগান বে-মালুম ভুলে যাচ্ছে। যেন ইসলামের হাত হতে দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারের সকল সীমা অতিক্রম করা শুধু বৈধ নয়, বরং তাদের আঙ্গিনায় এটি সম্পূর্ণ স্বীকৃতও বটে। তাই এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে দোস্ত-দুশমণ সকল আঙ্গিনায় উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইসলামের সঠিক অবস্থান ও নীতি তুলে ধরার চেষ্ঠা করা হয়েছে।

ইসলামে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব:

যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের নির্দিষ্ট কোনো আকার আকৃতি নেই। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ সংজ্ঞা না জানা আরো কত প্রকারের হতে পারে তা শুধু যালেম ও মযলুমরাই বলতে পারে। বিশ্বের সকল মানব সম্প্রদায় নির্যাতনের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা অতীতে যেমন অর্জন করেছে বর্তমানেও করছে। আজ যেসব দেশ ও জাতি যত উন্নত ও সভ্য বলে দাবী করছে তাদের জগতে যুলুম অত্যাচারের চিত্রও তত ভয়াবহ। অথচ ইসলাম কোনো প্রকারের যুলুম অত্যাচারের সমর্থন করে না। ইসলামে কোনো ভাবেই নির্যাতন ও নিপীড়নের কোনো অনুমতি নেই। বরং ইসলাম তার অনুসারীদেরকে শুধু ন্যায় ইনসাফের শিক্ষা দেয় না বরং জীবনের সকল মোড়েও মানতে বাধ্য করে। ইসলামের এই সু-মহান মূল নীতির উপর মানব সভ্যতার সু-উচ্চ ইমারাত প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই শান্তিময় এক পৃথিবী মানব ও মানবতাকে উপহার দেয়া সম্ভব। এসম্পর্কে আল্ কোরআনে সু-স্পষ্ট বলা হয়েছে :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

(আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা ও দুস্কৃতি এবং অত্যাচার বাড়াবাড়ী করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো)[১]

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে :

{ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسطِ } (তাদেরকে বলে দাও, আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন)[২]। এখানেই শেষ নয়, পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

{ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

(ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে। যখন কথা বলো তখন ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন)[৩]।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে অধ্যয়ন করলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজে ইসলামের সঠিক পয়গাম অনুধাবন করতে পারবে। মানব সমাজে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই হলো ইসলামের মূল লক্ষ্য। অতএব ইসলামের বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে এসব মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়, এটি বুঝতে তার আর বাকী থাকবে না। ন্যায়-নীতি, আদ্‌ল-ইনসাফের রশী মুসলমানের হাত হতে কখনো পৃথক হতে পারে না। এই ময়দানে আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও তাকে আল্লার হুকুমের সামনে মাথা নত করে অবিচল থেকে ঈমানের নমুনা পেশ করতে হবে। এটি ঈমান ও ইয়াক্বীনের দাবী। এমন কঠিন পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। পবিত্র ক্বোরআনে একথাটি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। দেখুন ক্বোরআন কী বলে :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا }

(হে ঈমানদারগণ ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও। তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার

বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রেখো তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন)[৪]

সমাজ হতে যুলুম-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারের প্রথম কর্তব্য ও দায়িত্ব। কারণ ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত সমাজ বা রাষ্ট্রে কোনো প্রকারের যুলুম-নির্যাতন, না-ইনসাফি ও অধিকার লঙ্ঘনের কোনো সুযোগ নেই। এসম্পর্কে আল্ কোরআনের সু-স্পষ্ট বক্তব্য হলো :

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}

আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানাত তাদের হক্বদারদের হাতে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় আদ্‌ল ও ন্যায়নীতিসহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন[৫]।

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম, শত্রু-মিত্র সবই সমান। এখানে কোনো বিপর্যয় বরদাশ্‌ত করা হবে না বলেও সতর্ক করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে বলেছে :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

(হে ঈমানদারগণ! সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন উত্তেজিত না করে দেয়, যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামাঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত আছেন)[৬]।

আদ্‌ল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেখানে শক্তি প্রয়োগেরও ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্ কোরআনে বলা হয়েছে :

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী[৭]।

ইসলাম এভাবেই জীবনের সকল মোড়ে আদ্‌ল ও ইনসাফ কায়েম রাখার আদেশ দিয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এসম্পর্কে বাধ্য করা হয়েছে। এব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য এতই পরিষ্কার যে, বিবেকবান কোনো মানুষই এ সীমা লঙ্ঘন করার সাহস করতে পারে না। এর পরও যদি কেউ এই সীমা অতিক্রম করে তাহলে পুরো দায় দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। নিজের কৃত কার্যের জন্য ইসলামকে বদনাম করা যাবে না। ব্যক্তির কথা ও কাজের সাথে ইসলামকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানোর প্রবণতা আমাদের সমাজে লক্ষ করা গেলেও ইসলাম এসব অপকর্ম হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনেক দূরে তার অবস্থান।

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ :

ইসলামের বিরুদ্ধে নিন্দুকরা যেসব অভিযোগ করে আসছে তার অন্যতম অভিযোগ হলো ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের স্বভাবের মধ্যে জোর জবরদস্তির মানসিকতা রয়েছে। ইসলাম অন্যদেরকে জোর করে নিজের অনুসারী বানাতে চায়। বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিপরীত চিন্তাধারাকে দাবিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামপন্থীরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রকে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বাধ্য করতে চায়। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা এখানে বলতে চাই, পৃথিবীতে অসংখ্য মতাদর্শ ও ধর্ম-কর্ম রয়েছে। অগণিত বহুমুখী চিন্তাধারার লোকও সমাজে রয়েছে। সবার দাবী হলো তারাই সর্বোত্তম জাতি ও তাদের ধর্ম-কর্মই হলো সঠিক। ঠিক অনুরূপভাবে ইসলামও একমাত্র সত্য ও সঠিক ধর্ম বলে দাবী করছে। তাই ইসলাম তার গতিকে বিশ্বের সকল মানুষের কাছে দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে পৌছে দিতে চায়। শক্তি প্রয়োগের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার ও বিদ্বেষ প্রসূত। কারণ ইসলামের মূল শক্তি হলো আল্লাহর কোরআন ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত।

উপরোক্ত দু'টির কোথাও এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ করা তো দূর কী বাত, আজ পর্যন্ত কেউ দাবীও করতে পারেনি। কারণ কোরআন তার অনুসারীদেরকে দা'ওয়াতের কাজ শেখাতে গিয়ে এমন এক পন্থা অবলম্বন করতে বলেছে যা মাবন সমাজের কোনো ধর্ম এর পূর্বে কল্পনাও করতে পারেনি। কোরআন ঐ পন্থাকে শত্রু মিত্র সবার জন্য এভাবে বেকর্ড করেছে :

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও, এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে[৮]।

যিনি পয়গামের স্রষ্টা তিনি নিজেই সেই পয়গামের প্রচার ও প্রসারের জন্য দা'য়ীদেরকে যুক্তি প্রমাণ অবলম্বনের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বলার পর সে পয়গামের অনুসারীরা শক্তি প্রয়োগ করে দল ভারী করতে চাওয়াটা বোকামী নয় কি ? অতএব সাধারণ জনগণকে সত্য উপলব্ধি করে সহজ ও সঠিক পথ অবলম্বনের দা'ওয়াত দেয়াই হলো দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজ। এটিকে যদি কেউ "বল প্রয়োগ" বলে তাহলে আমরা বলবো তিনি হয়ত "বল প্রয়োগ" শব্দের অর্থ বুঝতে পারেননি অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। কারণ ইসলামের পয়গামের সাথে এই দাবী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামের যেহেতু অন্যকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু তার পয়গাম প্রচার ও প্রসারে কৌশল বা শক্তি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ আমরা বিশ্বব্যাপী দেখে আসছি যেসব মতাদর্শ অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না তার অনুসারীরা সুযোগ পেলেই বিরোধী মতালম্বীদের উপর আক্রমণ করে বসে। কিন্তু ইসলাম এমন এক গভীর ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে মানুষের নিকট উপস্থিত হয় তখন ইসলামের যুক্তি তর্ক ও বাস্তাবতার সাথে সামঞ্জস্যের কারণে ইসলামের পয়গামকে অবাস্তব বা সেকেলের বলে পরাজিত করা সম্বোধিত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলামের পয়গাম প্রচার ও প্রসারে জোর জবরদস্তির কোন প্রয়োজন নেই। ইসলামের ঊষালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগের কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং আগামীতেও ঘটবে না, এটি আমরা বুকে হাত রেখে বলতে পারি। কোরআন এই সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে :

{لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ সব কিছু জানেন ও শোনেন। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলোর মধ্য হতে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকালের জন্য[৯]।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে :

{إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ۝ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلاً وَأَغْلالاً وَسَعِيراً ۝ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ۝ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً}

আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকর গোযার হবে, না হয় সে কুফরের পথ অনুসরণকারী হবে। কাফেরদের জন্য শিকল বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। আর জান্নাতে নেককার লোকেরা পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে। এটি হবে একটি বহমান ঝর্ণা আল্লাহর বান্দারা যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিবে[১০]।

সুরাতুল কাহাফে একথাটিকে এভাবে বলা হয়েছে :

{وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً}

(পরিষ্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক। আমি (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি, যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দিবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কি জঘন্য আবাস)[১১]।

উল্লেখিত আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে হক্ব বা সত্য চলে এসেছে। এটি খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার। অতএব যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করবে না। এখানে মানা না মানার বিষয়টি সম্পূর্ণ তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে গ্রহণ ও বর্জনের চরম পরিণতিও বলে দেয়া হয়েছে। যেন কেউ এসম্পর্কে ফায়সালা নেয়ার আগে ভেবে দেখতে পারে। কোন্ পরিণতি সে গ্রহণ করবে তাও বিবেচনা করে দেখতে পারে। দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজটি ইসলামের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। তার অনুসারীদের কাজই হলো অন্যদের ইসলামের দা'ওয়ার দেয়া ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হওয়ার জন্য Presser Create করা নয়। কারণ যেখানে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কথা বলা হয়েছে সেখানে জোর যবরদস্তি চলতে পারে না। ঝগড়া ফাসাদ, হিংসা বিদ্বেষ ও জোর যবরদস্তি কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বভাব বিরোধী। কারণ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আল্লাহ মানুষকে অপারগ হিসাবে সৃষ্টি করেন নি। বরং তাকে মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতা দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দিয়ে সম্পুর্ণ স্বাধীন ও লা-পরওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সবাইকে তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতেন। তাঁর অবাধ্য হওয়ার কারো কোনো সুযোগ থাকতো না। নাফরমান হওয়া বা অন্যকে উস্কে দেয়া তো দূর কী বাত, লেজগুটে তার সামনে মাথা নত করে বসে থাকতে হতো। কিন্তু তিনি তা করেন নি, ছেড়ে দিয়েছেন হিন্দুদের গো-মাতার মত মহাব্যস্ত সড়কের চৌরাহে। বিপরীতে দুর্ঘটনায় কবলিত তাদের জীবন তরীকে সঠিক পথে তুলে আনার পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন অসংখ্য নাবী রাসূল। যিনি লাব্বাইক বলে নাবী রাসুলগণের দা'ওয়াতে সারা দিয়ে তাদের কাফেলায় যুক্ত হবেন তিনিই মূলত স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করতে পেরেছেন। যে স্বাধীনতা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি নিশ্চিত করে। অতএব স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে দুনিয়া ও আখেরাতে পরাজিত হতেই হবে। একারণেই এখানে "জোর যবরদস্তির" পন্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরও কেউ যদি ইসলামের জন্য শক্তি প্রয়োগের রাস্তা অবলম্বন করে তাহলে সে অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারী হবে। এসম্পর্কে কোরআন আরো বিস্তারিত বলতে গিয়ে বলেছে :

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذينَ لا يعقلون}

যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো যে, যমীনে সবাই তাঁর আনুগত্য করবে এবং মু'মেন হবে তাহলে সকল জগৎবাসী ঈমান নিয়ে আসতো। তবে তুমি কি মু'মিন হওয়ার জন্য লোকদের উপর যবরদস্তি করবে ? আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তিনি তাদের উপর কুলষতা চাপিয়ে দেন[১২]।

অন্যত্র বলা হয়েছে : {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না)[১৩]। মহান আল্লাহ এসম্পর্কে তাঁর নীতি আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলেছেন :

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

যদি এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মাতে পরিণত করতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান তাকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন এবং যাকে চান তাকে সরল সঠিক পথ দেখান। আর অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে[১৪]।

একথাটিকে সুরাতুশ শুরাতে আরো একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে :

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ}

আল্লাহ যদি চাইঁতেন তাহলে এদের সবাইকে এক উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমাতের মধ্যে শামিল করেন। যালেমদের না আছে কোনো অভিভাবক না আছে কোনো সাহায্যকারী[১৫]।

রাসুলুল্লাহ (সা:) ছিলেন ইসলামের প্রবক্তা ও সবচেয়ে বড় দা'য়ী ইলাল্লাহ। তাই তাঁর সবচেয়ে বড় কামনা ও বাসনা ছিলো পৃথিবীতে আল্লাহর যত বান্দাহ রয়েছে সবাই যেন ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হয়। তবে আল্লাহ এই পৃথিবীকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এখানে কথা ও কাজ, মতাদর্শ ও মতবাদের মধ্যে মতৈক্য ও মতবিরোধ অবশ্যই থাকবে। এখানের জনপদের রীতি-নীতি ও জীবনযাপনের পদ্ধতিও হবে ভিন্ন। আর তাই রাসুলের এই নেক ইচ্ছা পূরণ হবে না একথাটি আল্লাহ তাঁকে কোরআনে বলে দিয়েছেন। আপনি সবার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সকল মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে আল্লাহর দ্বীন, ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করতে পারবেন না। আপনার দায়িত্ব হলো সত্যের প্রচার করা হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে উদ্দেশ্যহীণভাবে চৌরাস্তায় ছেড়ে দেন। এখানে সে জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত লাগামহীনভাবে চড়ে চষে ঘুরে বেড়িয়ে মহা এক চরম ও কঠিন পরিণতির জন্য আল্লাহর শাহী দরবারে উপস্থিত হবে।

ইসলাম মানা না মানার বিষয়টি এমন এক যুক্তি সম্মত বিষয় যা মুক্তচিন্তার পতাকাবাহী কেউ এটিকে সহজে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। ইসলামের ফিক্‌হ ও আইনের দৃষ্টিতে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ আল্লামা ইবনু কোদামাহ হাম্বলী বলেছেন

"ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো যিম্মি বা রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জায়েয নেই। এর পরও যদি কোথাও কাউকে ইসলাম কবুলে বাধ্য করা হয় এবং কেউ বাধ্য হয়ে ইসলাম কবুল করে তাহলে তার ইসলাম কবুল শারী'য়াতে গ্রহণ যোগ্য নয়। হ্যাঁ অপারগতা বা জরুরী অবস্থা কাটিয়ে উঠার পরও যদি সে ইসলামে অবিচল থাকে এবং নিজেকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেয় তাহলেই কেবলমাত্র তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হবে। এর আগেই যদি সে মৃত্যু বরণ করে তাহলে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সে অমুসলিম। জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণের পর যদি সে মুরতাদ হয়ে যায় বা পুর্বের ধর্মে ফিরে যায় তাহলে মুরতাদ হওয়ার শাস্তি হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে না। এমন কি ইসলামে ফিরে আসার জন্য তাকে চাপও দেয়া যাবে না। এব্যাপারে ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেঈ (র.) ঐকাত্ম পোষণ করেছেন"।[১৬]

শারী'য়াতের উল্লেখিত বক্তব্য জানার পর ইসলাম ও মুসলমানকে অপবাদ দেয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি মনে করতে পারে না। এর পরও আমরা বলবো ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে যদি কোথাও কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, অমুক দেশে ও অমুক সমাজে অমুক ব্যক্তিকে মুসলমানরা জোরপুর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে, যদিও এমন তথ্য ইসলামের চরম শত্রুরাও দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরও যদি কেউ কোনো দিন দিতে পারে তাহলে কি এটিকে সনদ হিসাবে ধরে নিতে হবে ?

ধর্মীয় অত্যাচার ও ইসলাম :

ইতিহাসের পাতা উল্টালে যে কেউ দেখতে পাবে যে, ইসলামের আগমনের পূর্বে একধর্ম অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে সহ্য করতে পারতো না। ব্রাহ্মণরা বুদ্ধিষ্টদের উপর বুদ্ধিষ্টরা ব্রাহ্মণদের উপর, ইয়াহুদীরা খ্রীস্টানদের উপর আর খ্রীস্টানরা ইয়াহুদীদের উপর, এমনকি একই ধর্মের মধ্যকার একগোত্র অন্য গোত্রের উপর যুলুম অত্যাচার তো নিত্যদিনের বিষয় ছিলো। ইতিহাসের ছাত্ররা এটি খুব ভাল করেই জানে। কারণ ইতিহাসের পাতায় এসব নির্যাতন ও নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে তাওহীদবাদীদের উপরও মুশরিকরা বহু অত্যাচার চালিয়েছে। প্রতিনিয়ত দা'য়ী ইলাল্লাহ তাদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কাউকে তো কখনো উত্তপ্ত মরু বালিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে আবার কাউকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে। করাত দিয়ে কারো শরীরকে দু' টুকরো করে ফেলা হয়েছে আবার কাউকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার পরও ইসলামের চরম শত্রুরাও ইসলামপন্থীদের হাতে কেউ নির্যাতিত হয়েছে এমন উদাহরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, রাসুলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সাহাবীদের সে দিনের ধৈর্য্য মানব ভূখন্ডে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে সেই বিপ্লব মানব সমাজে Religions persecution বা ধর্মীয় যন্ত্রনার কবর রচনা করেছে। যে বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর Universal Declaration of Human Rights নামে একটি আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছে। উক্ত আইনের ১৮, ১৯ ও ২০ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছামত ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবে। এখানে ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে তার ধর্ম অনুসরণের স্বাধীনতার কথাও উক্ত আইনে মেনে নেয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, অন্যের সামনে নিজ ধর্মের তাবলীগও করতে পারবে এবং শান্তিপূর্ণ প্রচার মাধ্যমও তার ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারবে বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আজ তথাকথিত আধুনিক চিন্তা চেতনার পতাকাবাহীরা এটিকে

Secularism নাম দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ Secularism এর অর্থ Non-interference হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের বেলায় সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ Anti Islam হিসাবে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। তাই ইসলাম ও মুসলমানরা ছাড়া বাকী সবাই জাতি সংঘের উপরোক্ত ধারার আলোকে সর্বত্র শতভাগ সুবিধা ভোগ করে ইসলামকে বদনাম করছে। আমরা করলেই জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, কট্টরপন্থী, পুরুষের মুখে দাঁড়ি ও মাথায় টুপি, নারীর গায়ে বোরকা ও মুখে হিজাব থাকলে হরকত ও করকত নাম দিয়ে মুসলমানদের হাতেই মুসলমানকে মারার ষোলআনা প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মূলত তারা Intellectual Starvation বা বুদ্ধিভিত্তিক অনাহারে ভুগছে তাই তারা সত্য উপলব্ধী করতে পারছে না। আমরা এখানে তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই দা'য়ী ইলাল্লাহ Disadvantage অবস্থায় Advantage এর অন্বেষণে থাকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ):" اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " (মু'মেনের অন্তর্দৃষ্টি হতে বেঁচে থাকো, কারণ সে আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে)[১৭] বলে এদেরকে সতর্ক করেছেন। ।

নিন্দুকদের সমালোচনা ও বাস্তবতা :

আল্ কোরআনের আলোকে ইসলামের বক্তব্য জানার পর আসুন নিন্দুকদের উপরোক্ত সমালোচনার বাস্তবতা কতটুকু তা অমুসলিমদের বক্তব্য হতে জানার চেষ্টা করি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক (**Thomas Carlyel** 1795-1881) দা'ওয়াতে ইসলামীর বশীতকরণের শক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন

"এটি বহুবার বলা হয়েছে যে, মোহাম্মাদ তাঁর ধর্ম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। অবশ্যই তলোয়ার ! তবে তিনি তলোয়ার কোত্থেকে আনবেন ? প্রত্যেক নতুন চিন্তাধারা অবশ্যই সংখ্যালঘুদের হয়ে থাকে। শুরুতে এটি শুধুমাত্র একজনের মন মস্তিষ্ক হতেই বের হয়। সারা-পৃথিবীতে তার অনুসারী শুধু সে নিজেই। সকল মানুষের বিপরীতে সে একাই। এমতাবস্থায় সে যদি একটি তলোয়ারের মাধ্যমে তার আক্বীদাহ বিশ্বাস প্রচার করার চেষ্টা চালায় তাহলে তার কোনো লাভ হবে না।"

এবার তার ভাষায় পড়ুন :

Much has been said of Mahomet's propagation his religion by the sword. The sword indeed; but where will you get your sword. Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one. In one man's head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it; there is one man against all men. That he take a sword, and try to propagate with that, will do little for him.[18].

এখানে উল্লেখিত ঐতিহাসিক রাসুলের যুগের কথা বলেছেন এর অর্থ এই নয় যে, রাসুলের ইন্তেকালের পর তাঁর অনুসারীরা ঠিকই তলোয়ারের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া মিশন পরিচালনা করেছেন, বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসুলের ইন্তেকালের পর আরব জগতের বাইরের জাতি গোষ্ঠির সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেল। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এশিয়া হতে শুরু হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত অনেক বড় বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলামের ঝান্ডা পত্পত্ করে উড়তে লাগলো। তবে ঐ সব দেশের অধিবাসীদেরকেও তাদের বাপ দাদার ধর্ম পরিবর্তনের জন্য কোনো চাপ দেয়া হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ মিশরের ইতিহাস দেখুন, ইসলামের দ্বিতীয় খালীফা হযরত ওমার (রাঃ) এর যুগে এ দেশটি স্বাধীন হয়েছে। Encyclopedia Britannica এসম্পর্কে উল্লেখ করেছে যে, মুসলমানরা ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে খুব দ্রুতগতিতে মিশর স্বাধীন করেছে। কিন্তু তারা সেখানে খুব কঠোর ভাবে Religious tolerance বা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অনুসরণ করেছে। তারা মিশরীদেরকে ইসলাম গ্রহণে কখনো বাধ্য করে নাই। এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে একাজে কাউকে উৎসাহিতও করা হয়নি। আরব শাসকরা খ্রীষ্টনদের গির্জা না ভাঙ্গার প্রতিজ্ঞাও করলেন। বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

There was no attempt to force, or even to persuade, the Egyptians to convert to Islam. The Arabs even pledged to preserve the Christian Churches.[19].

অনুরূপভাবে প্রফেসর ডি. ডব্লিউ আরল্যান্ডও একথাটি স্বীকারা করে লিখেছেন যে, মুসলিম বিজয়ীরা মিশরীদের সাথে পরিপূর্ণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় রেখেছেন। গণহারে মিশরীদের ইসলাম গ্রহণে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ হতে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে যে দাবী করা হয় এর পক্ষে কোনো দলিল পওয়া যায় না। তার ভাষায় পড়ুন তিনি লিখেছেন :

There is no evidence of their widespread apostasy to Islam being due to persecution or unjust pressure on the part of there new rulers.[20]

তিনি আরো লিখেছেন যে : These conversions were not due to persecutions.[21] মিশরীরা রাজনৈতিক বা সামরিক কোনো চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

উপরোক্ত বক্তব্য পড়ার পর পাঠকদের মাঝে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, মুসলিম শাসকদের পক্ষ হতে ইসলাম গ্রহণের জন্য যেহেতু কোনো চাপ ছিলো না তাহলে কি কারণে মিশরীরা দলে দলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিল? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর মিশর সম্পর্কীয় গবেষক Sir Arthur Keith এভাবে দিয়েছেন যে, মিশরের খ্রীষ্টানদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়নি বরং কোরআনের মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করা হয়েছে। তার ভাষায় : The Egyptians were conquered not by the sword, but by the Koran.[22].

ইসলাম বনাম অন্যান্য ধর্ম :

ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচকদের আরেকটি অভিযোগ হলো যে, ইসলাম অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিদ্বেষমূলক আচরণ করে। ইসলাম ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এবং তাদের ধর্মীয় গুরুদের সম্মান করে না। আমরা বলবো এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলাম তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করে। পবিত্র কোরআনে "শিরক" ও "মুশরিক" দের সমালোচনা করা হয়েছে। তাই ইসলামে "শির্ক" ও "মুশরিক" কে কখনো সহ্য করা হয় না এবং হবেও না। তাদের দুর্বলতাকে উল্লেখ করে আল কোরআনে সমালোচনা করা হয়েছে বলেই মাক্কার মুশরিকদের সাথে ইসলামের ভয়াণক সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু এখানেও ইসলাম তার অনুসারীদেরকে দু'টি আদেশ দিয়ে তাদের সাথে জীবন চলার পথ বাতলিয়ে দিয়েছে।

(ক) মুশরিকদের "মা'বুদ" বা তাদের দেব দেবতা যাদের তারা উপাসনা করে সেগুলোকে গাল মন্দ করা যাবে না। অথচ এসব দেব দেবতাকে তাদের নিজেদের বানানো বলে ইসলাম দাবী করে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলেও আখ্যায়িত করে। তারপরও সেগুলোকে গালমন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদের দেবতাকে গালি দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে। এটি ইসলামে খুবই নিন্দনীয় কাজ। মুসলমানদের আচরণে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ক্ষেপে গিয়ে যেন আল্লাহকে গাল মন্দ করার সুযোগ না পায়। তাই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

{ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

(হে ইমানদারগণ! এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে। আমি তো এভাবে প্রত্যেক জনগোষ্ঠির জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দিয়েছি। তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে তাদের রবের দিকে। তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন)[২৩]।

(খ) মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় আদেশটি এমন এক সময় দেয়া হয়েছে যখন বিরোধী শিবির হতে ইসলাম ও মুসলমানদের গাল-মন্দ, অভিসাপ ও ভর্ৎসনাসহ সর্বত্র ঠাট্টা বিদ্রুপ চলছিলো। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো যে, ইসলাম বিরোধীদের প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করতে পারবে না। উত্তর দিতে হলে উত্তম পন্থা ও পদ্ধতিতে দিতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ও বিশ্রী ভাষা ব্যবহার হলেও তোমাদের ভাষা হবে নির্মল ও মধু মিশ্রিত। কোনো প্রকারের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করা যেমন যাবে না, তেমনিভাবে সভ্যতার চাদরও কখনো নিজেদের শরীর হতে ফেলে দেয়া যাবে না। উত্তম পন্থায় বিরোধী শিবিরের মন জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। একটু ভেবে দেখবেন কি, আমাদের এযুগেও আমাদের দেশেও মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে পাঞ্জাবী পরিহিতদেরকে রাজাকার, মৌলবাদী, গোঁড়া ও কট্টরপন্থী, জঙ্গিবাদসহ আরো কত ধরণের প্রকাশ্যে গাল মন্দ করা হচ্ছে। এরপরও তাদের মনের ঝাল মিটেনা বলে তাই কুকুরের মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি লাগিয়ে পোস্টার ছাপিয়েও এদেশের ইসলামপন্থীদেরকে অপমান করা হচ্ছে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য ইসলামপন্থীরা কখনো সভ্যতার চাদর ফেলে Intellectual Starvation দের মত গালমন্দ করা তো দূর কী বাত, কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখায়নি। কারণ কুকুরে কামড় দিলে যে কুকুরকে কামড় দিতে হয় না, তার বাস্ত ব নমুনা এদেশের ইসলামপন্থীরা যুগ যুগ ধরে পেশ করে যাচ্ছেন। আল্ কোরআনের এই আয়াতকে তারা

নিজেদের দা'ওয়াতী কাজের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দা'য়ীদের দা'ওয়াতী মিশনের স্টাইল সম্পর্কে একটু ভেবে দেখবেন কি ? আল কোরআন বলেছে :

{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}

(হে নাবী সৎ কাজ আর অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। অতি ভাগ্যবান ছাড়া এমর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না)[২৪]

যে ধর্ম ভিন্নমতাদর্শীদের বাতেল মা'বুদ ও দেব-দেবতাকে গাল-মন্দ করতে নিষেধ করে এবং দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজকে নিজেদের Mission & Vision হিসাবে গ্রহণ করে নীতি নৈতিকতার এক বিশেষ গুণাবলী অবলম্বনের মাধ্যমে পরিচালনার শিক্ষা দেয় সেই ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুধু আশ্চর্যজনক নয়, বরং হাস্যকরও বটে। তাই আমরা বলবো অমুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কথা ইসলামের আঙ্গিনায় কল্পনাও করা যায় না। হ্যাঁ মুসলমান পরিচয়ে ইসলামকে নিয়ে হাসি তামাশা করা এবং ইসলামের শত্রুদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে তা প্রতিহত করা সবার ঈমানী দায়িত্ব। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য এখানে আমি আহলে কিতাবদের সাথে ইসলামের নীতি পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি।

আহলে কিতাব ও ইসলাম:

আল্ কোরআন মুশরিকদের ব্যাপারে যেমন আলোচনা করেছে তেমনিভাবে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদ ও নাসারাদের ব্যাপারেও সেখানে আলোচনা হয়েছে শুধু তা নয়, বরং তাদেরকে সরাসরি সম্বোধনও করা হয়েছে। কারণ তাদের সাথে ইসলামের মৌলিক আক্বীদার বেশ কিছু মিল রয়েছে। আল্লাহ, রাসুল ও আখেরাতে তারা বিশ্বাস করে এবং তাদের কাছে আসমানী গ্রন্থ ছিলো। যদিও ঐ সব আসমানী গ্রন্থে বহু ধরণ ও রকমের পরিবর্তন, বিকৃতি ও সম্পাদনা ছাড়াও তাদের ধর্মীয় গুরুরা নিজেদের ইচ্ছেমত যত্রতত্র অপব্যাখ্যা করে ফেলেছে। এব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো পৃথিবীতে যত নাবী-রাসুল এসেছেন তাঁদের সবার উপর ঈমান রাখা অত্যাবশ্যক। কোনো একজনকেও অস্বীকার করা যাবে না। করলে ঈমান থাকবে না বলে কঠিন ভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এসম্পর্কে আল্ কোরআনে সু-স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}

(রাসূল তার রবের পক্ষ হতে তার উপর যে হেদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যে সব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমুহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে "আমরা আল্লাহর রাসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না") [২৫]।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١٥٠) أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ (١٥٢)

(যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের। আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যি পুরস্কার দান করবো)[২৬]।

এখানেই শেষ নয়, ইসলাম ধর্মে আল্লাহর সকল নাবী-রাসূলদের উপর ঈমান রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই নাবী-রাসূলদের দা'ওয়াত ও তাবলীগ, প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং এপথে নির্যাতন ও নিপীড়নসহ তাঁদের ত্যাগ ও কোরবানী, আল্লাহর বান্দাদের সাথে তাদের মমতা ও ভালবাসার কথাও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। শত্রুদের পক্ষ হতে যেসব অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং মিত্রদের আঙ্গিনায় তাদেরকে নিয়ে অতিরঞ্জনের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক সমাধান পেশ করে তাঁদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ হিসাবে তুলে ধরা

হয়েছে। পরিশেষে তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর সাক্ষ্য দিয়ে ঈমানদারদেরকে তাদের বাতলানো পথকে সঠিক মনে করে তার অনুসরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্ কোরআনে বলা হয়েছে :

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}

(হে মুহাম্মাদ ! তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলো, তাদের পথে তুমি চল)[২৭]।

অনুরূপভাবে ইসলাম সকল আসমানী গ্রন্থকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছে শুধু তাই নয়, বরং ঐ সব কিতাবের উপর ঈমান আনাকে আক্বীদার অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই অহী, রেসালাত ও আসমানী গ্রন্থসমূহকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের সঠিক অনুসারী কেউ হতে পারবে না। এ সম্পর্কে কোরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدا }

(হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি,আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেল)[২৮]।

আল্ কোরআনের বক্তব্য হলো পৃথিবীতে যত নাবী-রাসূল এসেছেন এবং যত কিতাব নাযিল হয়েছে সব কিছুরই তাওহীদের পয়গাম ছিলো। সকল নাবী-রাসূল তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়ে শিরকের বিরোধীতা করেছেন। মূলত একারণেই ইসলাম আহলে কিতাবদেরকে "তাওহীদ" তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একান্নভুক্ত বিষয়। অতএব আস আমরা সবাই মিলে এটিকে আঁকড়ে ধরি এবং তাওহীদের দাবী পূরণে যেন আমরা প্রস্তুত থাকি। আল কোরআন বলেছে:

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

(বলো হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই ধরণের। তা হচ্ছে : আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ দা'ওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও: তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যি মুসলিম)[২৯]।

অতএব অতীতের সকল অহী ও রেসালাতের দায়িত্ব যেখানে শেষ সেখানে ইসলামের শুরু। তাই ইসলামকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানব জাতির হিদায়াত ও দিক নির্দেশনার শেষ সমাধানই হলো ইসলাম। যেহেতু কোরআন আহলে কিতাবদের আসমানী গ্রন্থ সমূহের পরিবর্তন ও বিকৃতিসাধনসহ অপব্যাখ্যা উল্লেখ করে হক্ব ও বাতেলকে পৃথক করে দেখিয়ে দিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের পরিষ্কার এবং অকৃত্রিম ধারণা পেশ করেছে। তাদের দুনিয়া প্রীতির যেমন সমালোচনা করা হয়েছে তেমনিভাবে তাদের নেককার ও তাক্বওয়াহ পরহেযগার লোকদের প্রশংসাও করা হয়েছে। সেহেতু এখন আর অন্য কোনো ধর্ম কর্মের পেছনে শান্তির অন্বেষায় দৌড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। এরপরও ঈমানদারদেরকে এসব বিষয়ে কথা বলার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বনের হুকুম দিয়ে কোরআন বলেছে :

{ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }

(উত্তম পদ্ধতি ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে যারা যালেম তাদেরকে বলো, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিলো তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী)[৩০]

পরিশেষে ইসলাম ও মুসলামনদের সমালোচকদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করতে চাই এর চেয়েও বেশী বিবেচক, চিন্তাশীল ও গম্ভীর এবং যুক্তিযুক্ত কোনো রীতিনীতি সম্পর্কে মানব সমাজ ও সভ্যতা কল্পনা করতে পারে ? এমন এক মহা সত্য ও বাস্তবতাকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নিন্দুকরা স্বীকার করতে না পারলেও ইসলামের দা'ওয়াতী শক্তির সামনে সকল শক্তিই পরাজিত এটি একবাক্যে পৃথিবীর অসংখ্য মনীষীরা আজ

স্বীকার করে ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিচ্ছেন। আমার উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ইসলামের ছায়ায় এক ঝাঁক অমুসলিম বুদ্ধিজীবী:

Garry Miller নামক একজন আমেরিকার খ্রীষ্টান সেখানকার একটি কলেজে বাইবেলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তার মনে কোরআন পড়ে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, দেখি আল কোরআনে কি লেখা হয়েছে? তাই তিনি কোরআন ও বাইবেলকে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন শুরু করলেন। পরিণাম যা দাঁড়ালো তা হলো, কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব তার কাছে দিন দিন পরিষ্কার হতে লাগলো এবং পরিশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। নাম পরিবর্তন করে আব্দুল আহাদ ওমর রাখলেন। বর্তমানে তিনি তার নও মুসলিম স্ত্রীর সাথে কানাডাতে রয়েছেন। আল কোরআন অধ্যয়ন করে তিনি এত বেশী প্রভাবিত হয়েছেন যে, নিজেকে Convert বা "ধর্ম পরিবর্তন কারী" পরিচয় দিতে তিনি নারায। এর পরিবর্তে নিজেকে তিনি Revert বা "ফিরে আসা" বলতে পছন্দ করেন। তার বক্তব্য হলো আমি ইসলাম কবুল করি নাই বরং আমি আমার জন্মগত ধর্মে ফিরে এসেছি। তিনি বলেছেন : I haven't converted to Islam but merely reverted to my birthright religion.[31]

তিনি যে কথাটি বলেছেন সেটিই কোরআন ও সুন্নাহর কথা। আল্ কোরাআনে এসম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়েছে :

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}

(নিজের চেহারা এ দ্বীনের দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও। আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, আল্লাহর তৈরী সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না। এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না)[৩২]

এ কথাটিকে আল্লাহর রাসূল (সা:) এভাবে বলেছেন :

كل مولود يولد على الفطرة، فالأبوان يهودانه وينصرانه ويمجسانه

(প্রত্যেক নবজাতক প্রকৃতির উপর জন্ম নিয়েছে, তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপুজক বানায়)[৩৩]।

এ হিসাবে প্রত্যেক মানুষই জন্মসূত্রে মুসলমান। আল্লাহর কারখানায় সে মুসলিম ও মু'মিন সৃষ্টি হয়েই দুনিয়াতে আসে। এখানে এসে জাতি গোষ্ঠির কৃষ্টি কালচার ও পরিবেশের প্রভাব তার জীবন তরীকে বিপরীত ঘাটে নিয়ে ভিড়িয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে সে কোথা থেকে এসেছে এবং এখানে কেন তার আগমন ঘটেছে সবই ভুলে যায়। তাই আমরা এখানে বলতে চাই দা'ওয়াতে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের কাজ অন্যকে জোরপূর্বক ইসলামে নিয়ে আসা নয়, বরং প্রকৃতি বিরোধী কৃত্রিম চাদরে যাদের শরীর ঢেকে আছে অত্যন্ত বিনিয়ের সাথে তা সরিয়ে নেয়াই দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজ। আমরা যদি এটি করতে পারি তাহলে যে ব্যক্তি মানব সমাজে বাস করবে তাকেই মু'মিন বলা হবে। গত একশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমন সব লোক যারা ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের গায়ের কৃত্রিম চাদর সরিয়ে নিয়ে ইসলামের ছায়ায় নিজেদের জীবন তরী ভিড়িয়েছেন তাদের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এখানে এমন কিছু মনীষীর নাম ও তাদের ইসলাম গ্রহণের তারিখসহ পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি।

1.	Prof. Haroon Mustafa Leon	England	1822
2.	Mohammad Alexander Russel	U.S.A.	1890
3.	Dr. Nishikanta Chattopadhya	Hyderabad	1904
4.	Lord Headly al-Farooq	England	1913
5.	Dr. William Burchell B. Pickard	England	1922
6.	Sir Abdullah Archibald Hamilton	England	1923
7.	Mohammad Leopold Asad	Austria	1926
8.	Mohammad Marmaduke Pickhall	England	1935
9.	Dr. Abdul Karim Germanus	Hungary	1940
10.	Dr. AliMohammad Mori	Japan	1947
11.	Dr. Ali Selman Benoist	France	1953
12.	Dr. R. L. Melleme	Holland	1955

13. Ibrahim Khalil Phillips	Egypt	1960
14. Prof. A.H.B. Hewett	U.S.A.	1966
15. Umar Bongo (President, Gabon)	Gabon	1973
16. Dr. Reger Garoudy	France	1982
17. Moosa Fondi	Tanzania	1986
18. Abdullah Adiar	Madras	1987

কামাল পাশার সেনা অফিসার ও ইসলাম:

কামাল আতা তুর্কের ইসমাত আনুনু (১৮৮৪-১৯৭৩) নামক একজন সেনা অফিসার ছিলো। কামাল পাশার মৃত্যুর (১০ নভেম্বর ১৯৩৮) পর সে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলো। কামাল পাশা তরস্কের উন্নয়নের জন্য তুর্কীদেরকে যে ছয় দফার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলো তার অন্যমত দফা ছিলো Secularism। সে যেমন তার পুরো সময় Secularism নিয়ে বেঁচে ছিলো ঠিক তেমনিভাবে তার অনুসারী ইসমাত আনুনুও এব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলো। ইসলাম, মুসলমান ও দা'ওয়াতে ইসলাম তার রাজত্বে একটি অকল্পনীয় বিষয় ছিলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো অকল্পনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের পরও তুরস্কের মাটি হতে ইসলামের মুলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। ইসলাম সেখানে আজও পুরো শক্তি সামর্থ নিয়ে আলো ছড়িয়ে দিয়ে তুর্কীদেরকে ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত করে চলছে। পরিশেষে ইসমাত আনুনু তার শেষ নির্বাচনের সময় ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত তার সরকারে অনেক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। কারণ এটি ছাড়া সে সাধারণ জনগণের সমর্থন আদায়ে সন্ধিহান ছিলো। তার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসলো তখন সে তার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেছে :

إنني لا أكاد أصدق ما أرى، لقد بذلنا كل ما نستطي لانتزاع الإسلام من نفوس الأتراك وغرس مبادئ الحضارة الغربية مكانه، فإذا بنا نفاجأ بما لم نكن نتوقعه، فقد غرسنا العلمانية فأثمرت الإسلام

(আমি যা দেখছি তা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তুর্কিদের অন্তর হতে ইসলামের শিকড় তুলে ফেলে সেখানে পশ্চিমা সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের বীজ বোপন করার আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য সেখানে পরিণাম আমাদের আগ্রহের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। আমরা লাগিয়েছি Secularism এর চারা কিন্তু ফল ধরেছে ইসলামের)[৩৪]

ইসলামের শিকড় মানব প্রকৃতির অত্যন্ত গভীরে স্থান করে নিয়েছে। তাই ইসলামের খাদেম ও দা'য়ীরা কখনো শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করতে পারে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সকল শক্তি দা'ওয়াত ও তাবলীগের পেছনে ব্যায় করে। কারণ ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই *Violent Activism* অবলম্বন করে কখনো কেউ জয়ের মুখ দেখেনি। যার প্রমাণ ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে পাঞ্জাবের শিখরা *Violent Activism* এর মাধ্যমে খালিস্তান নামে তাদের জন্য পৃথক একটি স্বাধীন ভুমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা শুধু পরাজিত হয়নি বর্তমান পাঞ্জাবের শিখদের অবস্থানের দিকে তাকালে মনে হয়, যেন কেউ আর এখন এমন স্বপ্ন দেখার ইচ্ছাও পোষণ করে না। অথচ অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি ১৯৪৭ এর পুর্বে সাধারণ নাগরিকদের মাঝে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য *Non-Violent Activism* এর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি *Public Agitation* এর মাধ্যমে *Presser Create* করে বৃটিশ সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে পেরেছেন এবং তিনি জয়ীও হয়েছেন। শেষ ও তৃতীয় পন্থাটি হলো *Political Activism* যা নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব। এই যুদ্ধে কখনো সরকারী দলের পতন ঘটে আবার কখনো বিরোধী দলের উত্থান ঘটে। কিন্তু এগুলোর কোনটিকেই আমরা *Islamic Activism* বলতে পারছি না। কারণ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে *Da'wah Activism* হলো সবোত্তম পন্থা। এই কাজের জন্য এখন বিশ্বব্যাপী বহু *Da'wah Center* স্থাপন হয়েছে। এই পথে কোন দরাদরি নেই, নেই মন কষাকষি। আনন্দঘন ও সৌহার্দ পরিবেশে এই কাজ চলে। এখানে অন্যকে "বাধ্য' বা "প্রভাবিত" করার পরিবর্তে তার মন জয়ের টার্গেট নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। তার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় নয়, বরং তাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই তার আঙ্গিনায় দা'য়ীদের আগমন ঘটে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু, প্রতিপক্ষ ও স্বপক্ষ সৃষ্টির পরিবর্তে সহানুভূতিশীল, উপদেশ ও পরামর্শদাত এবং শুভাকাঙ্খি হিসেবে দা'য়ীর আবির্ভাব ঘটে। পরস্পরের সাথে বিষণ্নতা ও বিমুখতার পরিবর্তে প্রেম ও ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, আদর ও স্নেহের জন্ম হয় সমাজের আম তলা ও জাম তলাসহ কোটিপতিদের অট্টলিকায় ও হীন দরিদ্রদের কুঠিরে। পরিবেশ হয়ে উঠে সর্বত্র একটি কাঙ্খিত ও জান্নাতি পরিবেশ। অতএব সকল পরিবেশের চাবিকাঠি আমাদের হাতে। শুধু শুধু পরিবেশ নষ্ঠ হয়ে গেছে বলে চেচাঁমেচি করলে কোন

লাভ হবে না। তাই একজন পশ্চিমা মনীষী বলেছেন *You can meet friends every where but you cannot meet enemies everywhere – you have to make them*। কত চমৎকার ও মুল্যবান কথা। মানবীয় সমাজ ও চরিত্রের বৈশিষ্টই প্রত্যেক মানুষকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়। মানব সমাজের এমন পরিবেশই হলো স্বাভাবিক, এর ব্যতিক্রম হওয়াটাই হলো অস্বাভাবিক। এমন কাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া বা হলেও তা হাত ছাড়া হওয়ার মূল কারণ হলো ধৈর্য। আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা বলেই আমাদের সর্বত্র আজ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অথচ ধৈর্য্য হলো একটি বড় ইবাদত। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেই পবিত্র কোরআনের ঘোষিত: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে আছেন)[৩৫]

এর যথার্থতা আমাদের সমাজে প্রমাণ হবে। ধৈর্য্য ধারণ করে মানুষ আখেরাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করে জান্নাত পাবে শুধু তা নয়, এই দুনিয়াতেও ধৈর্য্য ধারণকারীরা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছেছে। যার জলন্ত প্রমাণ দেখতে হলে জাপানের দিকে তাকান সুর্য্যের চেয়েও পরিস্কার দেখতে পাবেন তাদের অবস্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার হাতে মার খাওয়া জাপান *Science & Technology* এর রাস্তা অবলম্বন করার কারণে কোথায় আজ তাদের অবস্থান ? বর্তমান বিশ্বের কেউ জাপানের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা স্বপ্নেও তাদের সমমান হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার কাছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল আজকের জাপান। ১৯৪৫ সালে আমেরিকান সৈন্যরা জাপানে ঢুকে পড়ে এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সেখানে বীরদর্পে অবস্থান করে। অতপর আমেরিকান সেনা জেনারেল *Douglas Mac Arthur* এর ইচ্ছা মত জাপানের সংবিধান রচনা করা হলো। ৩ নভেম্বর ১৯৪৬ সালে জাপানের সংসদে উক্ত সংবিধান পাশ করানো হলো। যেমন করা হয়েছে কারযাই ও আলাভীর মাধ্যমে আফগানিস্তান ও ইরাকে। এটি আমেরিকার অতি পুরাতন অভ্যাস। উক্ত সংবিধানে জবরদস্তি তাদেরকে দিয়ে বলানো হলো *Land, See and air forces, as well as other war potential, will never be maintained*। এমন সংবিধান রচনায় যে কোন দেশ ও জাতির অপমৃত্যু ঘটে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অপমৃত্যুকে জাপানীরা মেনে নিয়ে যুদ্ধের রাস্তা বন্ধ পেয়ে *Science & Technology* এর উন্মুক্ত রাস্তায় যুদ্ধে বিধ্বস্ত ভাঙ্গা চুরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত শক্তি সামর্থ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে জীবনের গাড়ী দৌড়াতে লাগলো। মাত্র ৪০ বছর পর পৃথিবীর *Super Power* দেরকে ডিঙ্গিয়ে উন্নতির চুড়ায় পৌছে গেল। আর বিশ্বমোড়ল আমেরিকা মাথায় হাত রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে চুড়ান্ত সীমায় তাদের দৃষ্টি পৌছার আগে ঘাড়ে ব্যাথা শুরু হওয়ার কারণে দৃষ্টি নীচু করে ফেলতে আজ বাধ্য হচ্ছে। তাই তাদেরই ইতিহাসবিদদের একজন *Ezra F. Vogel - Japan As Number One* নামে বই লিখে তাদের উন্নতিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। উক্ত বইতে তিনি নির্দিধায় লিখে ফেলেছেন *Defeated in World War II (1945), Japan emerged from the ruins of war as one of the major economic power in the world*।[৩৬]

জাপানীরা বিশ্বকে শিখিয়ে দিল সংকটময় বর্তমানকে ধৈর্যের সাথে আলিঙ্গন করতে পারলে ভবিষ্যতের সুন্দরতম জীবন শুরু করা সম্ভব। অন্যের প্রভাবে নিজের অস্তিত্ব হারানোর পরিবর্তে তারা এখন পরিবর্তনের প্রভুত্বে পরিণত হলো। বহিরাগত আক্রমণে যেখানে অন্যান্য রাষ্ট্র ধ্বংস হতে বাধ্য হয়েছে সেখানে জাপান শক্তি লাভ করেছে। অতএব যারা বর্তমানকে অস্বীকার করবে তারা আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ হতে বঞ্চিত হবে। পরিশেষে মনীষীদের ভাষায় বলবো *Starve the problems, feed the opportunities*। সংকটের সময় আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সকল সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে আজকের চেয়ে আগামী কাল অবশ্যই ভাল হবে। এটি সে দিন সম্ভব যে দিন আমরা এক বাক্যে সবাই বলতে পারবো *I never lose, winning team is my team* সে দিন পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র আমাদের জয়ের বিউগল বেজে উঠবে। P.K. Hitti এর ভাষায় পৃথিবীর মানুষ একবাক্যে বলে উঠবে "The religion of the Muslim had conquered where their arms had failed"[37](37) অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম ঐখানেই জয়ী হয় যেখানে তাদের অস্ত্র পরাজিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সত্যটি উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র :

১ সুরাতুন নাহাল : ৯০
২ সুরাতুল আ'রাফ : ২৯
৩ সুরাতুল আনআ'ম : ১৫২
4 সুরাতুন্ নিসা : ১৩৫
5 সুরাতুন্ নিসা : ৫৮
6 সুরাতুল মায়েদাহ : ৮
7 সুরাতুল হাদীদ : ২৫
8 সুরাতুন্ নাহাল : ১২৫
9 সুরাতুল বাক্বারাহ : ২৫৬-২৫৭
10 সুরাতুদ দাহার : ৩-৬
11 সুরাতুল কাহাফ : ২৯
12 সুরাতু ইউনুছ : ৯৯-১০০
13 সুরাতু ইউসুফ: ১০৩
14 সুরাতুন নাহাল : ৯৩
15 সুরাতুশ শুরা : ৮
16 ইবনু কুদামাহ, আল্ মুগনী ৮/৪৪
17 (বুখারী ও মুসলিম)
18 Thomas Carlyle, ***The Hero As Prophet, P.2, London.***
19 ***Encyclopedia Britannica***, Vol. 6 p.487-488.
20 ***The Preaching of Islam. P. 104.***
21 ***The Preaching of Islam. P. 110.***
22 ***A new theory of Human Evolution,*** **London, 1950, P. 303**.
23 সুরাতুল আনআ'ম : ১০৮
24 সুরা হা-মীম আস্ সাজদাহ : ৩৪-৩৫
25 সুরাতুল বাক্বারাহ: ২৮৫
26 সুরাতুন নিসা : ১৫০-১৫২
27 সুরাতুল আন'আম-৯০
28 সুরাতুন নিসা : ১৩৬
29 সুরাতু আলে ইমরান : ৬৪
30 সুরাতুল আ'নকাবুত : ৪৬
31 Muslim Journal Chicago, June, 21, 1985.
32 সনুরাতুর রূম : ৩০
33 বোখারী ও মুসলিম
34 আল্ ওয়া'য়ুল ইসলামী, কুয়েত, যুল ক্বা'য়াদাহ ১৪০৮ হি. পৃষ্ঠা ২৭
35 সূরা বাকারাহ : ১৫৩
36 *Ezra F. Vogel - Japan As Number One*
37 P.K. Hitti. ***History of the Arabs*** P.488.